

## মুক্তবুদ্ধি ও মানবতা

### ড. আহমদ শরীফ

কোন আস্তিক মানুষই মুক্ত মনের ও মননের তথা চিন্তা-চেতনার ব্যক্তি হতে পারে না, কেননা তাকে শাস্ত্রের নীতি-নিয়ম, বিধি-নিষেধ, আচার-আচরণ, প্রভৃতির সীমায় থেকে জীবনযাপন করতে হয়। এ মানুষ শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্যবশেই রক্ষনশীল ও অনুদার থাকে। সে জীবনে-যৌবনে উদ্দামতাবশে শাস্ত্রের নীতি-নিয়মের আচার-আচরণের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে, সে অবস্থায়ও বিশ্বাস-সংস্কারের, ধারণার, ভয়-ভক্তি-আস্থা-ভরসার কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। সে জেনে বুঝেই প্রাণীসুলভ প্রবৃত্তিবশে লাভে লোভে স্বার্থে প্রায় বেপরোয়াভাবেই সর্বপ্রকার পাপ করে। অনেকে অপরাধ-অপকর্ম-পাপকর্ম থেকে বিরত-সংযত থাকে কেবল লোকনিন্দার কিংবা সরকারী শাস্তির ভয়েই।

এ জন্যই আস্তিক মানুষের মনুষ্যত্ব কখনো পূর্ণতা পায় না, বিশ্বাসের-সংস্কারের-ধারণার বন্ধনমুক্ত হয়ে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা যোগে মন-মননকে চিন্তা-চেতনাকে মুক্তবিহঙ্গের মতো চালিত করা তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না। আস্তিক মানুষের মনুষ্যত্ব অনুশীলনের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে না বলেই তাদের সহৃদয়তা, মনন, মনীষা, মনস্বিতা টবের গাছের মতো পরিমিতি মানে, বেঁচে থাকে, বাড় পায় না। কুচিৎ কখনো শাস্ত্রসম্মত পন্থায় স্বধর্মীর সেবা-সাহায্যের ক্ষেত্রেই মাত্র আস্তিক মানুষের মহত্তর মহাপ্রাণতার, মুক্ত মানবিক সাহায্যের ক্ষেত্রেই মাত্র আস্তিক মানুষের মহত্তর মহাপ্রাণতার, মুক্ত মানবিক চেতনার, উঁচু মানবতার প্রকাশ ঘটে। ফলে আপনাকে আপনজনের জন্যে বিলিয়ে দিতে পারে বটে, কিন্তু পরধর্মের, ভিন্ন মতের ও ভিন্নপথের মানুষের প্রতি প্রীতি-করণা-মৈত্রী প্রভৃতির প্রসার ঘটাতে পারে না। আজ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মানুষকে সাগরের গভীরে, পর্বতের কন্দরে, আকাশের বিস্তারে বিচরণের শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছে, দেহ-প্রাণ-মনের পরিচর্যাও বিচিত্র পথ-পদ্ধতি আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু আদি ও আদিম কালের মানুষের ভয়-ভক্তি-ভরসা ও কল্পনা-বিস্ময় সঞ্জাত ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী ড্রাগন-ভগবান প্রভৃতি অদৃশ্য লৌকিক, অলৌকিক, অলীক বিস্ময়-কল্পনা-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা প্রসূন অরি-মিত্র দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতা-রূপ জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রাশক্তি আজো মানুষের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রন করছে। এখানে চেতনা ও সময় স্তব্ধ হয়ে আছে। এ মনোজগতে কালান্তর নেই, নেই জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনার ঠাঁই। এ দুর্গে কেবল শৈশবে বাল্যে শোনা কিসসাই চিন্তা-চেতনা-মন-মনন নিয়ন্ত্রন করে, এ অর্ভেদ্য দুর্গের ফাঁকে ফুকুরেও জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা প্রবেশ পথ পায় না। তাই আস্তিক মাত্রই শোনাকথায় গভীর, ব্যাপক ও অনড়ভাবে আস্থাবান। অলীক অবাস্তব জগতে বাস করে পৃথিবীর বিভিন্ন মতের আজকের আস্তিক মানুষগুলো। এ জগতে দেশ-কাল নেই, এ জগৎ প্রশ্নহীন নির্বিকার, এখানে সন্দেহ অবিশ্বাস জিজ্ঞাসা অনাস্থা জন্মে না। বিশ্বাসের এ জগতে জীবন গাডডলিক ও গতানুগতিক। জীবন প্রয়াস-মাত্রই লাভ-লোভ-স্বার্থ সম্পৃক্ত। এখানে স্নেহ-মমতা-প্রেম-প্রীতির সঙ্গে দয়া দাক্ষিণ্য, কৃপা-করণা যেমন থাকে, তেমনি থাকে ঈর্ষা অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, তার ফলে প্রাণীসুলভ সংঘর্ষ-সংঘাতও অবশ্যই থাকবে। থাকবে লাভ-ক্ষতির, হার-জিতের হিসেব। প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাসঙ্কুল জীবনে বিরোধ-বিবাদ-সংগ্রাম এড়ানো যাবে না। কিন্তু তা মনন-মনীষার, উৎকর্ষের, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ-বিস্তারের, সভ্যতা-সংস্কৃতির এ সূক্ষতার কালে তা ব্যক্তিগত পর্যায়েই থাকা ছিল প্রত্যাশিত। আমরা দেখেছি আদি ও আদিম স্তরে যেমন তা গোষ্ঠীক, দলীয়, আঞ্চলিক ছিল, আজ আরো বিস্তৃতি পেয়ে ভাষিক, বার্ষিক, শাস্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, শ্রেণীক, রাষ্ট্রিক রূপ লাভ করেছে। আজো মানুষ আদি ও আদিম শ্বাপদের মতো হিংস্র রয়ে গেছে। তা হলে সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সভ্যতা-সংস্কৃতি-সুরূচি

আমাদের কি দিল? মহৎ ব্যক্তিদের বাণী, আশুবাণ্য, দেশনা, শাস্ত্রপ্রভৃতির আমাদের উপর প্রভাব কি ও কোথায়? আমাদের ঘন ঘন উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত যুক্তিবাদ, মানববাদ, মানবতাবাদ, করুণা ও মৈত্রীবাদ, সেবাবাদ, প্রেমবাদ, কি আমাদের কি কোনো উপকারে এল? বিবাদে-বিরোধে-লড়াইয়ে-যুদ্ধে-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা তো তেমনি গণহত্যাপ্রবণ নিষ্ঠুর, তার প্রমাণ বিশ্বযুদ্ধ বা হিরোশিমা-নাগাসাকি নয়, কিংবা রাষ্ট্রে নিত্য সংঘটিত সংঘর্ষ-সংঘাত নয়, বাণিক, ভাষিক, সাম্প্রদায়িক বা বিভিন্ন শ্রেণী দাঙ্গা নয়, শাসক সরকারও তার বিরোধী শাসনপাত্রদের নির্মমভাবে রক্তক্ষরা প্রাণহরা শাস্তি দিয়ে থাকে। তখন স্বদেশী-স্বধর্মী-স্বজাতি-স্বভাষার কুটুম্বচেতনার লেশ-রেশ কিছুই দেখা যায় না। রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে যেমন আজকের উন্নত ও সংস্কৃতিমান বিশ্বের মনন-মনীষা-প্রাণপন গবেষণায় নিয়োজিত, তেমনি নিষ্ঠায়, অধ্যবসায়ে ও উৎসাহে নরঘাতী বিশ্ববিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণেও নিরত জ্ঞানীশ্রেণী মনীষীরা। জ্ঞান-শক্তি-সাহস-মনীষার চমক, উঁচু ও সূক্ষ্ম মার্গের, এমন কি আকাশচুম্বী বৈশ্বিক ও মানবিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ-বিকাশ যত দেখলাম আজ অবধি, তার সামান্য মাত্রায়ও তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত হয়নি, যান্ত্রিকভাবে, আদর্শিকভাবে বাকে-বাক্যে স্বীকৃত হয়েছে মাত্র। যান্ত্রিক, পার্বণিক ও আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনীর অবলম্বন হয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু নিত্যকার জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নীতি নিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি-রূপ ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ অভিব্যক্তি পায়নি আজো।

কি নিষ্ফল মানব চিন্তা-চেতনা, মনন-মনীষা! সহ ও সমস্বার্থে সংঘমে সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে সামবায়িক সহযোগিতায় নির্বিরোধ নির্বিঘ্ন-নিরুপদ্রব নিরাপদ-সহাবস্থানের অঙ্গীকারের মানুষ দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হল বাঁচার গরজেই। গড়ল নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির নানা শৃঙ্খল। অনুভব-উপলব্ধির অনুশীলনে পেলাম দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান। জীবনযাত্রায় ও জীবিকাক্ষেত্রে শ্রম ও সময় কমানোর ও বাঁচানোর জন্যে যন্ত্রের ও প্রযুক্তিরও বিস্ময়কর বিচিত্র উৎকর্ষ হল, জীবনাচারে এল সৌকর্য, সৌন্দর্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোভূমি রইল আকর্ষণে, অনাবাদে, অনুশীলনে পতিত ও বন্ধু। আজো লাভে লোভে স্বার্থে, কামে ত্রেনাধে, হিংসায় হিংস্রতায় মানুষ ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে আদি, আদিম ও অকৃত্রিম প্রাণী প্রবৃত্তি চালিত। তার শিক্ষা, নৈতিকচেতনা, সুরূচি-সংস্কৃতি যথাকালে যথাস্থানে যথাপাত্রে ও যথাপ্রয়োজনে প্রয়োগসাফল্য আনে না। মানুষ এখনো কেবল বুনো-হিংস্র প্রবৃত্তি চালিত মাত্র।

প্রাগসর সভ্য-সংস্কৃতিমান মনুষ্যজাতির ও সমাজের কিংবা রাজ্যের-রাষ্ট্রের ইতিহাসও তাই অমাবস্যার তারকাখচিত আকাশের মতো। সামগ্রিক অন্ধকারের মধ্যে ব্যক্তিক স্নেহ-মমতা-প্রেম-প্রীতি-ক্ষমা-দয়া-দাক্ষিণ্য-কৃপা-করুণার এবং আবিষ্কারের উদ্ভাবনের অনুশীলনের মননের, মনীষার ও সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ চুমকি চমকিত। মহৎ চরিত্রের, মহাবাণীর, আশুবাক্যের, দর্শনের, ইতিহাসের, প্রবাদের, প্রবচনের প্রভাবে আমরা আত্মনির্মাণে সযত্ন-প্রয়াসী হই না, কেবল কথায় বক্তৃতায়, দেশনায়, লেখায় তা উচ্চারণ ও উদ্ধৃত করি মাত্র। পৃথিবীর সভ্যতম, উন্নততম, সৌরুচিক-সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতায় আদর্শ বলে স্বকৃত প্রতীচ্যের রাষ্ট্রগুলোতেই যদি ১৯৯৩ সনেও এ অবস্থা নিত্যদৃশ্যমান, তাহলে নিজ্ঞান, নিরক্ষরতা, নিঃস্বতা, নিরন্নতাদুষ্টি বাংলাদেশে বুনো-বর্বরের আচরণ এবং জঙ্গল-আইন যে প্রাধান্য পাবে, তাতে বিস্ময় প্রকাশের কিছু নেই বটে, তবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ঋদ্ধ ও পুষ্টি আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার উচ্চাশী রাষ্ট্রগুলোর মানুষেরা নানাভাবে আত্মোন্নয়নের জন্যে যে আকুলিবিকুলি করছে তাও অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের বাংলাদেশের গণমানবেরাও অশনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে-স্বাস্থ্যে-শিক্ষায় অর্থে-বিত্তে স্বয়ম্বর ও স্বনির্ভর আর স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চায়। তাদের এ প্রত্যাশা অবশ্য মানুষের ও রাষ্ট্রের এ মানবিক ব্যবহারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ও অবস্থানে সহজে শিগগির সম্ভব হবে না। তবু মানুষের মনে জীবনপ্রেরণারূপে আশা থাকা চাই। এক আশা পূর্তির কিংবা অপূর্তির পরে নতুন আশায় দেহ-প্রাণ-মন ভরে তুলতেই হয় বাঁচার গরজে। আশার প্রশ্নে ও স্থায়ীবাসার আশ্রয়েই মানুষ সুখে না হোক, স্বস্তিতে

দিন কাটায়। কাজেই আশার প্রশয় ও বাসার আশ্রয় মানুষের জীবনে আবশ্যিক ও জরুরী। এ কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, সামাজিক-রাষ্ট্রিক-বৈশ্বিকজীবনেও অপরিহার্য অবলম্বন।

প্রায় সব মানুষই আন্তিক, শাস্ত্রে আস্থা হারিয়েও কেউ কেউ স্রষ্টায় বিশ্বাসী। সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে মানবিক অভিজ্ঞতার প্রসারে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব, ও সত্য উদঘাটিত হওয়ায়, স্থল-জল-নভজানের উৎকর্ষে সমুদ্রের গভীরে, পর্বতের চূড়ায়, আকাশের অনন্তবিস্তারে যাতায়াতের সামর্থ্য অর্জনের ফলে মানুষ আগের অনেক বিশ্বাস-সংস্কার পরিহার করেছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসারে নিশ্চিত মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব ও সহজ হওয়ায় মানুষ ক্রমে আত্মপ্রত্যয়ী, যুক্তিবাদী, প্রকৃতিবাদী, প্রত্যক্ষবাদী কিংবা মানববাদী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্নদেশে বিশেষ করে প্রাক্তন সমাজতন্ত্রীদেশে এবং এখানকার সমাজবাদী সাম্যবাদী ব্যক্তিদের মধ্যে মুক্তচিন্তা-চেতনার, বুদ্ধির ও যুক্তিবাদিতার বিকাশ বিস্তার ঘটছে।

তাই বলে মানুষ লাভ-লোভ স্বার্থের ক্ষেত্রে যে বিবাদ বিরোধ ঈর্ষা অসূয়া হিংসা ঘৃণা মুক্ত হবে তা নয়, তবে এ ত্রুরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা আর একটু পরিশীলিত রূপ নেবে। শ্রেণীস্বার্থ, সম্প্রদায় স্বার্থ, পেশাজীবীস্বার্থ, ভাষিক, বাণিক, আঞ্চলিক ও মতবাদের স্বাতন্ত্র্য চেতনাজাত স্বার্থ রক্ষিত হবে সংঘ, সমিতি, সংস্থা, পর্ষদ, পরিষদ প্রভৃতির মাধ্যমে, দাবি পেশের ও আন্দোলনের মাধ্যমে। সব মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনা শক্তি, সংযম, সহিষ্ণু-তা, অনুভব-উপলব্ধি মাপ মান মাত্রা সমান নয়, তাই আরণ্য নিয়মে কাড়া-মারা-হানাও চলবে লঘু-গুরু ভাবে। পরম মানবতা ও চরম পাশবতা দুটোই মিলবে মানুষের মধ্যে। প্রথমটি থাকবে আজকের মতোই বাস্তবে বিরলতায় দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য, আদর্শিক স্বপ্নে, সাধে ও কল্পনায় থাকবে বাঞ্ছিত ও সুলভ।

তত্ত্বকথা অনেক বলা হল, সবটা হয়তো পষ্ট-প্রাঞ্জল করে গুছিয়ে বলা গেল না। এবার এ তত্ত্বের আলোকে স্বদেশের দিকে তাকালে কেবল লজ্জা বেদনা ও হতাশাই জাগে। আমাদের জাতিচেতনা পষ্ট ও সুষ্ট নয়, আমাদের জাতিনাম আজো বিতর্কিত। আমাদের রাষ্ট্রিক নাগরিক পরিচিতও সর্বসম্মত নয়। আমাদের গণতন্ত্রচেতনাও শ্রুতিফল মাত্র, জ্ঞানজ নয়। তাই আধুনিকতম গণতান্ত্রিক ধারণায় যে নাগরিকমাত্রই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-বিন্দু-বেসাত নিরপেক্ষভাবে কেবলই "মানুষ" তা দেশে এ মুহূর্তেও আমাদের মন-মগজ-মননগত হয়নি। তাই আমাদের সংবিধান অধিভনের স্বাতন্ত্র্যের, প্রতাপের, লাভের, স্বার্থের ও স্বাধিকারের স্বাক্ষর বহন করছে। উনজনেরা তাতেই এ মাটির সন্তান হয়েও স্বদেশ স্বঘরে হল সম নাগরিক অধিকারহত জিম্মি। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তার মধ্যে জাগল স্বাধিকারভুক্ত পরভূতের মতো জান-মাল বিষয়ে অনিশ্চিত। পরিচিতি প্রতিবেশী থাকা সত্ত্বেও হল প্রবাসীর মতো অসহায় অনাথ। তাদের মধ্যে যারা সমর্থ, তারা জুলুমের আশঙ্কায় নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয় সন্ধানে কেবলই পালায়। এবং পালায় অর্থসম্পদ ও পেশা নিয়ে, ক্ষতি হয় রাষ্ট্রের। গড়ে ওঠে না জাতীয়তা। বৃদ্ধি পায় না অর্থসম্পদ তাদের আন্তরিক প্রয়াসে প্রযত্নে। রেডিও-টিভিতে আজান-উজ্জীবন-জীবনের আলো-কোরআন-হাদিসের বাণী যেভাবে ঘন ঘন প্রচারিত হয়, তাতে মনে হয় রাষ্ট্রে কেবল মুসলমানই আছে, আর কেউ নেই। তাছাড়া সরকারী পর্যায়েও আজো যে "গণতন্ত্র" দেহ-প্রাণ-মন-মনন-মনীষায় আন্তী ও আত্মীকৃত হয়নি, তার প্রমান তাদের জাতিচেতনা এখনো দেশ-কাল-নিরপেক্ষ "মুসলিম" চেতনার নামান্তর মাত্র। তাই সরকার "উম্মাহ" পন্থী, তাই ধিকৃত সৈরাচারী এরশাদের খেয়াল-প্রসূন "ইসলাম" এখন রাষ্ট্রধর্ম। অথচ সরকার হচ্ছে "গণপ্রজাতন্ত্রী"। অবশ্য এভাবেই জঙ্গীনায়েকের সৈর-স্বৈচ্ছাশাসন কালেও চালু ছিল অসঙ্গতভাবেই। তাতে কারো আপত্তি ছিল না। আজো এ অসঙ্গতি কারো ক্ষোভ জাগায় না। "ইসলামী" বসানোর দাবীও ওঠে না, কেন বোঝা যায় না।

আজো এ "গণপ্রজাতন্ত্রী" সরকার ও মুসলিম জনগণ আওয়ারা হয়ে কৃতি ও কীর্তিমান মুসলিম খুঁজে বেড়ায় পৃথিবী টুঁড়ে গৌরবগবের ও প্রেরণা-প্রণোদনার অবলম্বন যোগাড়ের প্রয়াসে। তাই দুশপঁয়ত্রিশ বছর পরেও সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের সুবাদার নওয়াব সিরাজুদ্দৌলাহ বাংলার ও বা-লির স্বাধীনতা প্রতীকরূপে ডাকটিকেট সগৌরবে গর্বে ঠাঁই পান। লালমাটিয়া-মুহম্মদপুরে দিল্লীর সম্রাটদের নামাঙ্কিত সড়ক কিংবা "জাহাঙ্গীরনগর" আমাদের জাতীয় মর্যাদা বাড়ায়। আবার বা-লি সংস্কৃতি সংরক্ষণও গুরুত্ব পায়। যদিও "সংস্কৃতি" সম্বন্ধে কারো কোনো পস্ট ধারণা নেই। সংস্কৃতি জাতীয় হয় না স্বরূপে। সংস্কৃতি তরু নবপল্লবের মতো সদা উন্মেষ ও বিকাশশীল। সংস্কৃতি দেহ-প্রাণ-মন-মনন-মনীষার অনুশীলন ও পরিশীলন প্রসূন। যা কিছু দেখতে শুনতে বলতে করতে কুৎসিত ও অকল্যাণকর, তাই পরিহার্য অপসংস্কৃতি। যা সমকালীন জগতে, জীবনে, ভাবে চিন্তায় কর্মে আচরণে প্রয়োজন, তা-ই গ্রহণ বরণই হচ্ছে সংস্কৃতিমানতা। সংস্কৃতি তাই মানবিক ও বৈশ্বিক উত্তরাধিকার, জাতীয়-বিজাতীয় নয়।

.....

**সংগৃহীত :** ড. আহমদ শরীফ ; মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা ; সন্দেশ প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।